মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যকীর্তিতে অভিশাপবৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য : একটি আলোচনা

কুণাল চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়
গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন কবিকুলশিরোমনি, বাণীর বরপুত্র কালিদাস। সংস্কৃত সাহিত্য জগতে তিনি স্বীয় প্রতিভার দ্বারা বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন হয়ে আছেন। আজ আমরা কালিদাস বলতে শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি বিশেষকেই বুঝি না, প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক সুবর্ণযুগকে বুঝি - যে যুগের সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক হলেন মহাকবি কালিদাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে - অতীতের কোন শুভ লগ্নে, ভারতবর্ষের কোন নগরীতে এই প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয়েছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব কাল ও জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও মহাকবি কালিদাস তাঁর রচনা সম্ভার দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। সংস্কৃত সাহিত্যজগতে বিরাজমান অসংখ্য কবিদের মধ্যে কালিদাস যে অনন্য, তাঁর কাব্য- নাটক যে এখনও সমাদরের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত তাঁর কারণ কেবলমাত্র বর্ণনার চাকচিক্য বা বাগ্বৈদগ্ধ্যভণিতি হতে পারে না। বিশেষতঃ শাশ্বত মূল্যবোধের বিকাশ লক্ষ্য করেই মহাকবি রচনা সম্ভার নিয়ে সামাজিকবর্গের উচ্ছ্বাস এবং অকপট প্রশংসা। দুটি মহাকাব্য, তিনটি নাটক ও একটি গীতিকাব্য কালিদাসের রচনা রূপে বহুজন স্বীকৃত এবং বহুল পরিচিত। কিন্তু তাঁর গ্রন্থসমূহ গুলিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে প্রত্যেক রচনার মধ্যে একটি করে অভিশাপ বৃত্তান্তের উল্লেখ রয়েছে। তিনি তাঁর রচনায় শাপগ্রস্তের শাপমুক্তি ঘটিয়েছেন- যে শাপ তাতে বর্তে ছিল পাপের কারণে, সেই অভিশাপকে দূরীভূত করে কবি আনন্দ লাভ করেছেন। তাই শাপ কালিদাসের কাব্যে শাপ নয়, এক প্রকার আশীর্বাদ স্বরূপ। আমি আমার এই প্রবন্ধপত্রে কালিদাস বিরচিত সাহিত্যে যে সমস্ত অভিশাপ বৃত্তান্তের উল্লেখ রয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা এবং এই অভিশাপের তাৎপর্য কি তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সূচক শব্দ: অভিশাপ, কালিদাস, সংস্কৃত সাহিত্য, মহাকবি।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাস এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যদিও এই মহাকবির আবির্ভাব কাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে বিবাদ বিদ্যমান। তথাপি তিনি তাঁর অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। পরস্পর বিবাদমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীরা মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল ও জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে নানা যুক্তি জাল বিস্তার করলেও কোন এক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সুরে বলেছেন -

Society Language and Culture

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।

পন্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যেন হিমগিরিনিষ্যন্দিনী গঙ্গাধারার অবিছিন্ন প্রবাহ স্বরূপ।এই প্রবাহ কম করেও দেড় হাজার বছর ধরে চলে আসছে। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কালিদাসের রচনা সম্ভার অনায়াস আস্বাদ্র ও সহজবোধ্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ যেন এক অসীম সমুদ্র। কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩০ এর অধিক হলেও মহাকবির কবিমানসিকতার গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় নিহিত আছে তাঁর সাতটি কবিকৃতির মধ্যে। এই সাতটি রচনাই কালিদাসের লেখনীপ্রসূত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। এই সাতটি কবিকৃতি হল- ঋতুসংহার ও মেঘদূত এই দুটি গীতিকাব্য, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এই দুটি মহাকাব্য এবং তিনটি দৃশ্যকাব্য -মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম। কালিদাসের রচনাসম্ভারে উপস্থাপিত চরিত্রগুলির ওপর দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যায় যে তা রচনায় উপস্থাপিত চরিত্রগুলি সবাই দোষে-গুণে গড়া। কিন্তু মহাকবি কালিদাস দোষকে প্রশ্রয় দিয়ে, তার পরিণতি দুঃখের কালিমার ছবি এঁকে, তাঁর কাব্যের ইতি টানেননি। চিত্তসংস্কারের মাধ্যমে, আত্মশুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কালিমা ধুয়ে-মুছে 'মহাভাষ্যে'র কূপখানকের মতো চরিত্রগুলি নির্মল করে, তবেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। এইজন্য তাঁর রচনাতে বারবার এসেছে অভিশাপ ও বিরহের কথা।

শপ্ ধাতু থেকে 'শাপ' শব্দের উৎপত্তি। শপ্ ধাতুর অর্থ হলো আক্রোশ প্রকাশ করা - বিরুদ্ধানুধ্যানম্। আবার উপালম্ভন অর্থেও শপ্ ধাতুর প্রয়োগ করা হয়।এই উপালম্ভন শব্দের অর্থ হলো শপথ করা- "ত্বৎপাদৌ স্পৃশামি, নৈতন্ময়া কৃতমিত্যেতদ্রূপঃ শপথবিশেষঃ।" কিন্তু কৈয়ট ও শাকটায়নের মতে উপালম্ভন শব্দের অর্থ হল প্রকাশন -" উপালম্ভনং প্রকাশনম্।" [১] 'শব্দকল্পদ্রুমে' শপ্ ধাতুর অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -"শপ্ স্বীকারঃ", "শপথঃ- অনৃতং বদন্ ঘোরং নরকং যাস্যামি ইত্যেবং রূপং মিথ্যানিরসনম্। সত্যাবধারণম্"।[২] শব্দকল্পদ্রুমে শপ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট শাপ শব্দের অর্থ যেমন মিথ্যানিরসন তেমনি সত্যাবধারণ অর্থেও শাপ শব্দটি গৃহীত হয়েছে এবং কালিদাস রচিত কাব্য-নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সেখানে বর্ণিত অভিশাপগুলিতে তার সমর্থনও পাওয়া যায়।

কাব্য বা নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলিতে অভিশাপ আপনা - আপনি প্রযোজ্য বা আরোপিত হয় না। সেখানে বর্ণিত চরিত্রগুলিতে গুণ ও দোষের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। গুণ যেমন চরিত্রগুলিকে আরো বেশি আকর্ষিত ও মনোগ্রাহী করে তোলে, ঠিক তেমনি ঐ চরিত্রাবলীতে বর্ণিত দোষ তাঁকে কলুষিত করে তার জনপ্রিয়তায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই চরিত্রের ওই দোষ দূরীভূত করতে, তাঁকে জনসাধারণের কাছে আরও বেশি মনোগ্রাহী ও আকর্ষিত করে তুলতে কবি তাঁর রচনায় অভিশাপবৃত্তান্তের আরোপ করেন। স্বর্ণকার যেমন সুবর্ণকে আগুনে পুড়িয়ে আরো খাঁটি তৈরি করে, ঠিক তেমনি কবি ও তাঁর চরিত্রকে অভিশাপের আরোপের দ্বারা দোষমুক্ত ঘটিয়ে তাকে মনোগ্রাহী ও সমাজের কাছে এক সর্বগুণান্বিত চরিত্রের দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থাপন করতে সমর্থ হন। তাই মহাদেবের উপাসক কালিদাসের সাহিত্যে বারবার অভিশাপের অবতারণা। নায়ক- নায়িকার বিরহতাপ অক্ষয় মিলনের সোপান - অধ্রুব প্রণয়ের ধ্রুব প্রেমে উত্তরণের উপায় মাত্র-

Society Language and Culture

"যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল।

দুঃখের প্রসাদে এলো আজি মুক্তির কাল।

এই ভালো ওগো, এই ভালো-বিচ্ছেদ বহ্নিশিখার আলো।

নিষ্ঠুর সত্য করুক বরদান-ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল। "

কালিদাস সাহিত্যে বর্ণিত অভিশাপ গুলি কখনও মূল বৃত্তান্ত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কখনও বা প্রতিভার আলোকে তা অবশ্যসংযোজ্য ভেবে কবি অভিনব বৃত্তান্ত অবতারণার মাধ্যমে স্বীয় কাব্যে গ্রথিত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে বর্ণিত অভিশাপ বৃত্তান্তগুলিকে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি-

(ক) মেঘদূত: মহাকবি কালিদাস বিরচিত মেঘদূত একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। এই কাব্যে বর্ণিত অভিশাপ বৃত্তান্ত টি হল- পুরাকালে কুবের তাঁর পদ্মসরোবর রক্ষার জন্য কোন এক যক্ষকে নিযুক্ত করেন কিন্তু প্রিয়তমার সান্নিধ্য থেকে অধিককাল দূরে থাকার কারণে যক্ষ তার কর্তব্যে অবহেলা করে ফলস্বরূপ একটি ঐরাবত ওই পদ্মসরোবর নষ্ট করে। কুবের এই ঘটনাটি দেখে যক্ষের উপর ক্ষুব্ধ হন এবং যক্ষকে বর্ষভোগ্য বিরহের অভিশাপ দিয়ে কৈলাসস্থিত অলকা নগরী থেকে দক্ষিণ ভারতের রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত করেন।

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ।

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ।।

যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া -স্নান পুণ্যোদকেষু

স্নিগ্ধ চ্ছায়া তরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।। "[৩]

(খ) রঘুবংশ: উনবিংশতি সর্গে রচিত রঘুবংশ মহাকাব্যটি মহাকবি কালিদাসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। রঘুর বংশ অর্থাৎ রঘুবংশের খ্যাত-অখ্যাত নৃপতি বর্গের চরিত বর্ণনায় আলোচ্য কাব্যের বিষয়বস্তু। মহাকবির এই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যেও কতিপয় অভিশাপবৃত্তান্তের উল্লেখ রয়েছে, তা নিম্নলিখিত-

প্রথম সর্গে রাজা দিলীপ পুত্রের প্রার্থনাই নিজ পত্নীসহ বশিষ্ঠ আশ্রমে গেলে বশিষ্ঠ মুনি তাঁকে জানান যে কোন এক সময় তিনি যখন ইন্দ্রপুরী থেকে ইন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎকার করে পৃথিবীতে আসছিলেন সেই সময় পথের মধ্যে সুরধেনু সুরভিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করার জন্য তিনি সুরধেনু সুরভিদ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন-

"অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি।

মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা ।।"[৪]

পঞ্চম সর্গে উল্লিখিত অভিশাপ বৃত্তান্তে আমরা দেখতে পাই গন্ধর্বতনয় প্রিয়ম্বদ অভিমান প্রকাশ করার অপরাধে মতঙ্গ মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হন এবং গজদেহ লাভ করেন-

"মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মাতঙ্গজত্বম্। "[৫]

অষ্টমসর্গ: পুরাকালে ইন্দুমতী হরিণী নামে এক সুরঙ্গনা ছিলেন। মহর্ষি তৃণবিন্দুর দুশ্চর তপস্যায় ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গের জন্য তিনি হরিণীকে নিযুক্ত করেছিলেন। মহর্ষির তপোবিঘ্নের চেষ্টা করার অপরাধে মহর্ষি হরিণীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন -" নরলোকে মানুষী রূপ পরিগ্রহ কর"-

"তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।

অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শমবেলা প্রলয়োর্ম্মিণা ভুবি।। "[৬]

নবমসর্গে উল্লিখিত অপর একটি শাপ বৃত্তান্তে আমরা দেখতে পাই যে মহারাজ দশরথ অন্ধক মনির পুত্রকে ভ্রমঃবশত শরবিদ্ধ করেন এবং পুত্রবধশোকে কাতর অন্ধক মুনি দশরথকে অভিশাপ প্রদান করেন -

"দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্র শোকাদন্ত্যে বস্যহমিবেতি তমুতবন্তম্।। "[৭]

কুমারসম্ভব: কৈলাস নিবাসী মহাদেবের সাথে হিমালয় রাজকন্যা পার্বতীর মিলনের জন্য ইন্দ্রের আদেশে মদনদেব মহাদেবের সমাধি ভঙ্গের প্রয়াস করেন। মদনদেবের কার্যে ক্রুদ্ধ মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের বহ্নিতে মদনদেব ভস্মীভূত হন। মদনদেবের ভস্মের কারণ যে অভিশাপ তা আকাশবাণীতে বলা হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার অভিশাপে মদনের এই শাস্তি-

"অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতামকরোৎ প্রজাপতিঃ।

অত তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তং ফলমেতদন্বভূৎ।। "[৮]

বিক্রমোবর্শীয়: এটি মহাকবি কালিদাসের অন্যতম নাটক। এই নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভকে ভরত উর্বশীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল। তার সংলাপে 'পুরুষোত্তমে'র জায়গায় সে তার প্রণয়ীর নাম উচ্চারিত করে। ফলে অভিনয় নষ্ট হয় তার ফল এই শাপ –"যেহেতু তুমি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করেছ, স্বর্গে তোমার থাকা চলবে না।"[৯]

অভিজ্ঞানশকুন্তলম: অভিজ্ঞানশকুন্তলম মহাকবি কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকেও অভিশাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই গান্ধর্ব মতে শকুন্তলার সাথে বিবাহ করে মহারাজ দুষ্যন্ত নিজের রাজধানীতে ফিরে যান। কিন্তু দুষ্যন্তের রাজধানীতে ফিরে যাবার পর শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায় এতটাই মগ্ন ছিলেন যে আশ্রমে আগত অত্যন্ত রাগী মহর্ষি দুর্বাসার যোগ্য অভ্যর্থনা করতে ব্যর্থ হন এবং ফলস্বরূপ মুনি দুর্বাসা তাঁকে অভিশাপ দেন-

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি না মামুপস্থিতাম।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন বোধিতহপি সন্ কথং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।। "[১০]

মহাকবি কালিদাসের রচনাগুলিতে উক্ত অভিশাপ বৃত্তান্তগুলি নিছকই কোন ঘটনামাত্র নয়। মহাকবি রচনাবলিতে উক্ত অভিশাপগুলির প্রত্যেকটিরই গভীর তাৎপর্য রয়েছে। মেঘদূত কাব্যে কবি অভিশাপের মাধ্যমে প্রেমের পরীক্ষা নিয়েছেন। ভোগের মহিমা যখন আত্মবিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে- তখনই অভিশাপ এসেছে। তবে যক্ষ তাঁর প্রিয়ার মিলন সুখ থেকে বঞ্চিত থাকুক -এটা কবির অভিপ্রায় নয়।

Society Language and Culture

আমাদের মনে হতে পারে একদিনের কর্তব্যের ত্রুটির জন্য বর্ষভোগ্য প্রিয়াবিচ্ছেদকে গুরুতর এবং কুবেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরও বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ তা নয়। যক্ষপ্রিয়ার প্রতি যক্ষের যে অতিরিক্ত প্রীতি ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে পর্যবসিত হচ্ছিল- তা থেকে যক্ষের 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর' প্রয়োজন ছিল। অভিশাপ জনিত বিরহ সেই পথকে সুগম করেছিল। নিজ প্রিয়ার থেকে বিচ্ছেদবশতঃ যক্ষ সারা পৃথিবীতেই প্রিয়ার স্পর্শ পেয়েছিলেন। শ্যামাধানের ঢেউতে প্রিয়ার দেহবল্লরী দেখলেন, নদীর তরঙ্গে প্রিয়ার ভ্রূবিলাস লক্ষ করেছিলেন। "শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্"। [১১] মহাকবি মেঘদূত কাব্যে ভোগকে দৃঢ়মূল রোগে পরিণত হওয়ার সুযোগ দেন নি। সুতরাং যক্ষের কাছে এটি অভিশাপ নয়, যেন শাপমোচন।

'বিক্রমোবর্শীয়' নাটকে আমরা দেখতে পাই ঊর্বশী অভিশপ্ত হলেন। অভিশাপ হিসেবে উর্বশীকে স্বর্গ পরিত্যাগ করে মর্ত্যে চলে যেতে হবে। এ যেন উর্বশীর কাছে শাপে বর হল। কারণ তার প্রিয়তম পুরুরবা মর্ত্যেই তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এ যেন শাপের ফলে ঘটল মিলন। কিন্তু মহারাজ ইন্দ্র ঊর্বশীর শাপের অবসানের কথা উল্লেখ করেছিলেন যদি পুরূরবার সঙ্গে মিলনের ফলে পুত্র সন্তান হয় এবং পুরূরবা যদি সেই পুত্রের মুখ দর্শন করে তাহলে তার অভিশাপের নিবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু উর্বশী তো অভিশাপের নিবৃত্তি চায়নি। তার কাছে এই অভিশাপ নিবৃত্তি মানেই তো বিরহ। আবার প্রিয়বিচ্ছেদ। প্রিয় পুরূরবাকে ছেড়ে আবার তাকে স্বর্গে চলে যেতে হবে। বিক্রমোর্বশীয় নাটকে এই আপাতবিরুদ্ধ ঘটনার বর্ণনার দ্বারাই কালিদাস বোঝালেন আশীর্বাদ এবং অভিশাপ পৃথক কিছু নয়। এই জীবনে দুই সমান সত্য। শাপের মধ্যেও যেমন আশীর্বাদ লুকিয়ে থাকে, তেমনি আশীর্বাদেও শাপ। উর্বশীর অভিশাপ প্রাপ্তিতে পুরূরবার সাথে উর্বশীর মিলন ঘটলেও সেই মিলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। অতিরিক্ত ভোগবাসনা তার মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। পুরূরবা উর্বশীকে ভোগের মাধ্যমে পেলেন না। পেলেন বিরহের মধ্যে- যখন উর্বশী কুমার বনে লতায় পরিণত। তখন-ই কেবল পুরূরবা সমগ্র প্রকৃতিতে, বিশ্বে উর্বশীর ছায়া অনুভব করেছিলেন। পর্বতের কাছে ,নিথর- নিশ্চল- নিষ্প্রাণ পর্বতের কাছেও তিনি প্রিয়ার কথা জানতে চাইলেন-

"সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রম্যে বনোদ্দেশে মায়া বিরহিতা ত্বয়া।। "[১২]

কুমারসম্ভবে আরোপিত অভিশাপ বৃত্তান্তে আমরা দেখতে পাই মদনের পরাভব এবং পার্বতীর জ্ঞানোদয়। মদন আছে, মদন থাকবে -তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সে যখন অন্য ধর্মের ব্যাঘাত ঘটাতে উদ্যত হচ্ছে, নিজের উদ্ধত গরিমায়- তখনই তার পরাভব। পার্বতী বাল্যকাল থেকেই মহাদেবের প্রতি অনুরক্তা। তাই তিনি ভেবেছিলেন তার আরোপিত সৌন্দর্য দিয়েই তিনি শিবকে নিজের করে নিতে পারবেন। তাই তিনি স্বীয় রূপমাধুর্যের দ্বারা শিব কে ভোলাতে গেলেন, ভালোবাসায় নয়- এখানেই তার পরাভব।

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব"।[১৩]

সৌন্দর্য তো ক্ষণিক। কেবল রূপসৌন্দর্যের মাধ্যমে তো শিবকে নিজের করে পাওয়া যায় না এবং তা পাওয়ার চেষ্টাও কল্পনাতীত। সৌন্দর্য এবং উদারতা এই উভয় মিলেই সুন্দর। শিব ভাবনায় ভাবিত না হয়ে শিবকে পাওয়ার প্রচেষ্টা ফলবতী হতে পারে না। অন্য ধর্মকে আহত করে নিজের ধর্মের জয়পতাকা প্রথিত করতে

Society Language and Culture

গেলে মঙ্গল আসে না ।সন্তানহীন দিলীপ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে যাচ্ছিলেন- একথা সত্য । কিন্তু 'পূজ্যপূজাব্যতিক্রম' করে তা করতে গেলেন বলেই অভিশপ্ত হলেন।

মহাকবি কালিদাস সৌন্দর্য এবং কল্যাণকে পৃথকভাবে রাখতে চাননি, রাখা যায়ও না বরং ঠিক এ কারণেই শকুন্তলার বিরহ ও দুষ্যন্তের অনুশোচনা । আশ্রমধর্ম পালনের সামান্য একটি ত্রুটির জন্য এত কষ্টভোগ লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হতে ইচ্ছা হলেও কালিদাসের জীবনদর্শনের কথা ভাবলে তা ন্যায্যই মনে হয়। যখন আত্মভাবনা সমাজভাবনার উপরে স্থান পায় তখনই তা অমঙ্গলজনক। কালিদাস কিন্তু তা হতে দেননি। দুর্বাসার অভিশাপ একারণেই মঙ্গলের বার্তাবহ। জীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই অভিশাপের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কোন একটি বিশেষ স্থান অত্যাধিক সূর্যের তাপের ফলে বেশি উষ্ণ হয়ে গেলে সেখানকার বাতাস অধিক উষ্ণ হয়ে দ্রুত ঊর্ধ্বগামী হয়। শূন্যস্থান পূরণ করতে তখন চারপাশের বায়ু সেই স্থানের দিকে ছুটে আসে; শুরু হয় অল্পসময়ের ঘূর্ণিপাক এবং অতঃপর সমভাব। একই রকমভাবে কামনার তাপও বেশি হলে কর্তব্য পালনও লঘু হয়ে যায়, দূরে চলে যায়, আর সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য ছুটে আসে অভিশাপ- যা আপাততঃ ঘূর্ণিপাকের মত মনে হলেও,সমতার অগ্রগামী দূত। প্রকৃতিতে শূন্যস্থান থাকে না। থাকে না জীবনেও। শকুন্তলা যে অভিশাপ পেয়েছে তা তার নিজেরই সৃষ্টি। দুর্বাসার অভিশাপের বৃত্তান্তটি কোন ব্যাপার নয়। কারণ মহাভারতের বৃত্তান্তে তো দুর্বাসার অভিশাপ নেই। মহাভারতের শকুন্তলা অভিশাপ ভোগ অবশ্যই করেছে। এমনকি কালিদাসের নাটকের শকুন্তলার চাইতেও বেশি ভোগ করেছে। শকুন্তলার গর্ভে সন্তান এসেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে বড় হয়ে যুবরাজ যোগ্যতা অর্জন করেছে তখনও শকুন্তলার খোঁজ রাজা করেননি। এই সুদীর্ঘ বছরগুলির প্রতিটি ক্ষণ সে সখীদের কাছে লজ্জায় মাথা নত করে থেকেছে । আকাশের ধূলিরাশিকেও সে দুষ্যন্তের পাঠানো রথী- পদাতির পদধূলি ভেবে আশান্বিত হয়েছে, ভুল বুঝতে পেরে দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ ঢেকেছে। মহাভারতের শকুন্তলা অবশ্যই পুত্রের পিতৃ পরিচয় জানার জিজ্ঞাসা থেকে রেহাই পায়নি - পিতার উপেক্ষা পুত্রের মুখেও বেদনার ছাপ রেখেছে- শকুন্তলাকেও তা সহ্য করতে হয়েছে।[১৪]

কালিদাসের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় অভিশাপই কালিদাসের সাহিত্যের তাৎপর্য নয়। তার তাৎপর্য অভিশাপের মোচনে। শাশ্বত মঙ্গল উপাসনায় অভিশাপকে তিনি উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি তার রচনাগুলিতে অভিশাপের বৃত্তান্ত উপস্থাপনা করে যেমন চরিত্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন , বিষয় বৈচিত্র্যে এনেছে নতুনত্ব এবং অভিশাপের দ্বারা কলুষিত চরিত্রগুলিকে কালিমা মুক্ত করে আরও হৃদয়গ্রাহী করতে সক্ষম হয়েছেন। সংঘাত নয়, সংঘাতোত্তর শান্তি তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্য।[১৫] অভিশাপের ঘন অন্ধকারের পেছনেই সাতরঙা ভোরের সূর্য মুঠো মুঠো আশীর্বাদের বর্ণালী ছড়িয়েছে-

"দুঃখ যে তার নয়রে চিরন্তন-
পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত এইখানে সব হবে গত,
চিরপ্রাণের আলয় মাঝে বিপুল সান্ত্বন।
মরণ যে তোর নয়রে চিরন্তন-
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি, ছিঁড়বে রে বন্ধন।

Society Language and Culture

এবেলা তোর যদি ঝড়ে পূজার কুসুম ঝরে পড়ে,
যাবার বেলায় ভরবে থালার মালা ও চন্দন।"[১৬]

তথ্যসূত্র

১. সায়নাচার্য রচিত মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ, দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, তারা বুক এজেন্সী, বারাণসী, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৩৮২।

২. *শব্দকল্পদ্রুম,* রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সংকলিত, মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী-বারাণসী- পাটনা, ১৯৬১।

৩. *কালিদাস গ্রন্থাবলী,* সম্পাদক রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ২৭।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. তদেব ৮.৮০।

৭. তদেব ৯.৭৮।

৮. কুমারসম্ভব,৪.৪১।

৯. বিক্রমোবর্শীয়, কা.গ্র., পৃষ্ঠা ৩৭০।

১০. অভিজ্ঞান শকুন্তলম, ৪.২।

১১. মেঘদূত, উত্তর কান্ড ,৪১, কা.গ্র., প্রাগুক্ত।

১২. বিক্রমোবর্শীয়, ৪.২৭,কা.গ্র., প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা ৪০০।

১৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, গান নং ৭৮৯, পৃষ্ঠা ৩৩৩।

১৪.কালিদাস'স, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮৯,পৃষ্ঠা ১৩০।

১৫.তদেব।

১৬.রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, গান নং ৯৬১, পৃষ্ঠা ৩৯৪।

গ্রন্থ তালিকা

1. কালিদাস'স, *অভিজ্ঞান -শকুন্তলম,* সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮৯।
2. কালিদাস'স, *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম,* ডঃ অনিল চন্দ্র বসু, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।
3. চাকী, জ্যোতিভূষণ, *কালিদাস সমগ্র,* নবপত্র প্রকাশন।
4. জানা, নরেশ চন্দ্র, *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য লোক, কলিকাতা, ১৯৮৮।
5. দাস, দেব কুমার, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* স্বদেশ, কলকাতা, ১৪০৪।
6. বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮।
7. *রবীন্দ্র রচনাবলী,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৭ সাল।

Society Language and Culture